দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 0 8 2000 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এগুলো কি পরীক্ষা কেন্দ্র না রণক্ষেত্র?

আবু সালেক

...দেশব্যাপী পাঁচটি বোর্ডের অধীনে ...ক্ষা চলছে। এ যাবত অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলো ...বছরের ন্যায় এবারও জাঁকজমকপূর্ণ নকল উৎসবের মধ্য দিয়ে চলছে। ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলী, আহত ও হাজার হাজার বহিষ্কারের ঘটনার বিবরণ প্রদান না করেও বলা যায় যে, অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ রীতিমত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলী, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ইত্যাদি বিশৃঙ্খলার মাঝে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে– এটাই কম সাফল্যের কথা নয়। পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নেয় তাও অবলোকনের বিষয়। এই পরীক্ষা কেলেংকারি জাতির জন্য যে গৌরব (!) জন্ম দিয়ে চলেছে তার অবসান আদৌ হবে কিনা নিশ্চিত করে তা বলা কঠিন। নিত্যদিনের যে উদ্বেগজনক ঘটনাবলীর বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণে চরম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি পরীক্ষার হলগুলোকে রীতিমত রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মত মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও নকল প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এ যাবত অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে প্রকাশিত খবর হতে জানা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষায় নকল করার উৎস-কারণ কি?

খবরে প্রকাশ, নকলবাজদের মধ্যে সন্ত্রাসীরাও রয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ১৪৪ ধারা জারির কথা বলা হলেও কার্যতঃ তার কোন বাস্তবায়ন ছিল না। বহিরাগতরা অবাধে হলে ঢুকে বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহ করেছে। অধিকাংশ স্থানে পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে হল পরিদর্শনকারী শিক্ষকরাও এতে সহযোগিতা করেছে। বাইরে পুলিশের সাথে শাসক দলীয় ছাত্র-যুবকরাও তাদের সমর্থন যুগিয়েছে। এ অবস্থায় প্রশাসন অসহায় হয়ে পড়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে এবার ব্যাপক হাঁকডাক করলেও তা ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। নকলবাজ ও বহিরাগত সহায়তাকারীদের ওপর প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। নকলে বাধা দেয়ায় ও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করার ফলে বেশ কিছু কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। কলারোয়া (সাতক্ষীরা) ও কুমিল্লায় এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনা পরীক্ষার ইতিহাসে একটি জঘন্যতম বর্বর অধ্যায়। আরও জানা যায় যে, পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কিছুই করার ছিল না। শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক মহলসহ নকলের সর্বব্যাপী বিস্তারের কাছে কর্তব্যরত ভিজিটিং টীম, ম্যাজিস্ট্রেট ও টিএনওদের ক্ষমতা ছিল স্বল্প কার্যকর। ঢাকার বাইরে বেশ কিছু কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার জন্য অতিরিক্তি অর্থ আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোন কর্মকর্তা কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেই ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়েছে। পরীক্ষায় নকল রোধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বছরের শুরু থেকেই গত বছরের কালো তালিকাভুক্ত কেন্দ্রগুলোতে এ বছর পরীক্ষা না দেয়ার জন্য বোর্ডগুলোকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু কোন বোর্ডেই এ অনুরোধ মানা হয়নি। আরও অভিযোগ রয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের নকলে সুবিধার জন্য বাজারে এখন হরেক রকমের গাইড বই বেরিয়েছে। এই সব গাইড শুধুমাত্র সাজেশনই দেয় না, এগুলোর আকৃতিও বিশেষ রকমের ছোট। এসব গাইড সহজে শরীরে লুকিয়ে রাখা যায়। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়া ফটোকপি মেশিনের সাহায্যে হ্যান্ড নোট এবং বই আকৃতিতে ছোট করে ফটোকপি করা হচ্ছে। এসব ফটোকপির কারণে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষুদ্র কাগজে হাতে লিখতে হয় না। নকল প্রসারে এসব ফটোকপিয়ারও বড় ভূমিকা রাখছে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানও পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের কথা স্বীকার করলেন এবং তাদের অসহায়ত্বের কথা বললেন। তিনি বলেছেন, "নকল প্রতিরোধে আমাদের কিছুই করার নেই, আমরা অসহায়।" জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, "আমরা উদ্বিগ্ন, এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর সুযোগ থাকবে না।" অথচ শিক্ষামন্ত্রী সংবাদপত্রকেই দায়ী করলেন। 'বেশী বিক্রির জন্য সংবাদপত্র নকলের অতিরঞ্জিত খবর ছাপাচ্ছে' বলে যে অভিযোগ এনেছেন একটি সংবাদপত্র শিরোনামেই পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন 'তাই নাকি শিক্ষামন্ত্রী'?– এই বলে। আর এ কথাও সত্য যে, নকলের সব খবর তো সংবাদপত্রে ছাপা হয় না, এক ভগ্নাংশ পরিমাণ যা ছাপা হয় তা দেখেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন অতিরঞ্জিত খবর ছাপছে বলে। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' মত এই আক্রমণাত্মক অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়ে অনুরোধ জানাব যে, এবারের এসএসসি-দাখিল পরীক্ষায় নকলের ভয়াবহতা সরজমিনে গিয়ে তদন্ত করে দেখুন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করে নকলের উৎস ও কারণগুলোর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং কর্তৃপক্ষের অনিয়ম-অব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা বিদূরীভূত করে ভবিষ্যতের জন্য পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই হবে মঙ্গলজনক।